আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিক্রিয়ার ঝড়

জাতিসংঘ:

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মৃত্যুদন্ড কার্যকরের আগে পরে গভীর উদ্বেগ জানায় জাতিসংঘ। জাতিসংঘের মহাসচিবের স্পোকম্যান স্টিফেন ডুজার্স গভীর উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, মহাসচিব বরাবরই মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ঠিক রেখেছেন।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিক্রিয়ার একাংশ

তুরস্ক ও ওআইসি:

মৃত্যুদন্ড কার্যকর না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও ওআইসির চেয়ারম্যান রজপ তায়েপ এরদোগান। তিনি বলেছিলেন, আজ বাংলাদেশে ৭৫ বছর বয়সী একজন মুজাহিদের বিরুদ্ধে ফাঁসির দন্ড দেয়া হয়েছে। যিনি এ পৃথিবীতে কোন ধরনের অপরাধ করে থাকতে পারেন বলে আমরা বিশ্বাস করি না। তারপরও মৃত্যুদন্ড কার্যকর করায় তুরস্ক বাংলাদেশ থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয়। তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

পাকিস্তান:

পাকিস্তানের সংসদে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং এ বিষয়টি জাতিসংঘ এবং ওআই-সতে উত্থাপনের আহ্বান জানানো হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন :

মাওলানা নিজামীর ফাঁসির দন্ডাদেশ স্থগিত করতে মার্কিন কংগ্রেসের টম লেন্টাস হিউম্যান রাইট্স কমিশন আহ্বান জানায়। বিচারে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের অনুপস্থিতি ও স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের টম লেন্টাস হিউম্যান রাইট্স কমিশন এ আহ্বান জানায়। মাওলানা নিজামীর বিচারপ্রক্রিয়া সুস্পষ্টত মানসম্মত হয়নি বলে উদ্বেগ জানিয়েছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের যুদ্ধাপরাধ ও বৈশ্বিক অপরাধের বিচারবিষয়ক বিভাগের সাবেক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ।

বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা:

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বার বার বিচারের ত্রুটি নিয়ে কথা বলে আসছে। তারা মনে করে, নৃশংসতাকে ত্রুটিপূর্ণ বিচারপ্রক্রিয়া দিয়ে ভোলানো ঠিক হবে না। সাজা স্থগিত করে আন্তর্জাতিক ন্যায্য বিচারের মানদন্ড অনুযায়ী স্বাধীন তদন্ত করার আহ্বান জানায় ইংল্যান্ডের বার হিউম্যান রাইটস কমিটি। নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীর, যিনি ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে পুরস্কার পাওয়া চার পাকিস্তানির একজন। তিনি বলেন, নিজামী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মৃত্যুদন্ড কার্যকরের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ব্যাপকভাবে বিভাজিত করবে। এ ছাড়াও নিন্দা জানিয়েছে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ), বার হিউম্যান রাইটস কমিটি ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস, ইসলামিক হিউম্যান রাইটস কমিশন (IHRC), নো পিচ উইদাউট জাস্টিজ (NPWJ), রাইটার ইউনিয়ন অব তার্কি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আরো যেসব সংগঠন নিন্দা জানিয়েছে- মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড, জামায়াত-ই-ইসলামী পাকিস্তান, জামায়াত-ই-ইসলামী হিন্দ, তুরস্কের সাদাত পার্টি, ফিলিস্তিন উলামা পরিষদ, মালয়েশিয়ার আবিম ও পাস পার্টি, তুরস্কের সর্ববৃহৎ ছাত্রসংগঠন এনাতোলিয়ান ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন, মুসলিম উম্মাহ নর্থ আফ্রিকা, ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা প্রভৃতি সংগঠন ও সংস্থা।

আন্তর্জাতিক ইসলামী স্কলার:

মাওলানা নিজামীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর না করতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তারিক রমাদান, ইসলামিক স্কলার হারুন ইয়াহিয়া, ইসলামিক স্কলার ওমর সুলাইমান, জাস্টিস ত্বাকী ওসমানী, হিজবুল মুজাহিদিন ব্রাজিলের প্রখ্যাত আলেম শায়খ রুদ্রিগোয়েজ প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক মিডিয়ার গুরুত্বসহকারে সংবাদ প্রচার:

আল জাজিরা, বিবিসি, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্যা গার্ডিয়ান, রয়টার্স, হাফিংটন পোস্ট, এবিসি নিউজ, ডন পাকিস্তান, মুসলিম মিরর, নিউজ উইক মিডল ইস্ট, ভয়েস অব আমেরিকা, ওয়ার্ল্ড বুলেটিন, ট্রিবিউন এক্সপ্রেস, সিএনএন, এনডিটিভি, টাইমস অব ইন্ডিয়া, নাউ নিউজসহ বিশ্ব মিডিয়ায় খবরটি গুরুত্বসহ প্রচার করা হয়।

নেতাকর্মী ও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শহীদ নিজামী:

শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ১০ নসিহত আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

১. অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

২. মু'মিন কখনো হতাশ হয় না।

৩. জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে কাজ করে যেতে হবে।

৪. বাতিলের গভীর ষড়যন্ত্র ও বিদ্যমান সমস্যা বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে মোকাবেলা করতে হবে।

৫. সন্ত্রাসবাদ ঠেকাতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

৬. মহিলাদের আত্মগঠন ও চরিত্রগঠনের দিকে মনোযোগী হতে হবে।

৭. ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের সঙ্কট হবে না। পরিস্থিতি যতো কঠিন হবে ততো দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।

৮. আমার বয়স হয়েছে, যে কোন সময় মৃত্যু আসবেই। আমি শাহাদাতের মৃত্যু চাই।

৯. আমার শাহাদাত পরিবর্তনের সূচনা করবে ইনশাআল্লাহ।

১০. দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই। সবাইকে সালাম জানাই। যদি দুনিয়ায় আর দেখা না হয়, ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে জান্নাতে।

প্রিয় দেশবাসী, শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে যেসব কাল্পনিক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করে ফাঁসি দেয়া হয়েছে এসব কাল্পনিক অভিযোগের সাথে তাঁর দূরতম কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তিনি নিজেই একাধিকবার ট্রাইব্যুনালের সামনে এবং কারাগারে পরিবার ও আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের সময় দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন, "আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।" তিনি যদি সত্যিই অপরাধী হতেন, তাহলে কি ফাঁসির প্রস্তুতির চূড়ান্ত মুহূর্তে এতোটা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে পারতেন? তাঁর সাথে কারাগারে শেষবারের মতো বিদায় দিতে যাওয়া পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে কাছে পেয়ে প্রথমেই ছোট-ছোট শিশুদেরকে আদর করেন। তারপর পরিবারের সদস্য ও সংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তাঁর সর্বশেষ নসিহত প্রদান করেন। ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেনকে তাঁর জানাযায় ইমামতি করতে অসিয়ত করেন। অতঃপর শান্ত মনে পরিবারের লোকদের বিদায় দিয়ে মহান মাবুদের সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে কারা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন, "আমি প্রস্তুত" কখন ফাঁসি কার্যকর হবে? এখানেই শেষ নয়, ফাঁসির মঞ্চে ওঠে ফাঁসি কার্যকরের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর একত্বের ও রিসালাতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" উচ্চস্বরে উচ্চারণ শেষ হলে সর্বশেষ মাবুদের দরবারে তাঁর আকুতি ছিলো, "হে আল্লাহ আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিন"। একজন মর্দে মুজাহিদ ও ইসলামের বীর সিপাহসালার হিসেবে নিজের অনুসৃত আদর্শ ও জীবন-কর্ম সম্পর্কে কতটা দৃঢ় আস্থা ও নিঃসংশয় থাকলে ফাঁসির মঞ্চ থেকে মাত্র কয়েক গজ দুরে দাঁড়িয়ে এভাবে পরিবারের সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় গাইড লাইন দেয়া যায় এবং নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ জান্নাতের পথে অত্যন্ত ধীরস্থীর শান্ত মেজাজে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এ যেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুরআনে জান্নাতি মানুষের যে নমুনা উপস্থাপনা করেছেন, তারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। নিঃসন্দেহে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে শহীদি মর্যাদা দিয়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী হলো- "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরংতারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।" (বাকারা- ১৫৪)

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা, "এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফয়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।" (সফ- ৮) তারা ইসলামী নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করতে চায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী জুলুম-নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে ইসলামী আদর্শবাদী আন্দোলন কিংবা তার অনুসারীদেরকে দমানো যায় না। বরঞ্চ নির্যাতন-নিপীড়নের ফলে আন্দোলনের কর্মীদের ঈমান আরো মজবুত হয় এবং আন্দোলন আরো বেগবান ও তীব্র গতি পায়। তাই মাওলানা নিজামীকে হত্যা করে এদেশ থেকে তাঁর আদর্শকে নিঃশেষ করা যাবে না। শহীদদের শাহাদাতের সাক্ষ্যকে বহন করে এগিয়ে নিয়ে চলবে শহীদের সাথীরা। দেশবাসীকে সাথে নিয়ে এদেশে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজকে আরো বেগবান করার মধ্য দিয়ে শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রতিটি ফোঁটা রক্তের বদলা নিতে হবে। সে দায়িত্ব পালন করতে হবে শহীদদের উত্তরসূরি হিসেবে ইসলামী জনতা ও প্রাণপ্রিয় দেশবাসীকে।

সংগ্রামী দেশবাসী, এই জুলুমবাজ সরকার শুধুমাত্র শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে হত্যা করেনি অধিকন্তু এরাই সম্পূর্ণ ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, শহীদ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে। এখানেই শেষ নয়, বর্তমান আওয়ামী স্বৈরাচারী সরকারের অন্যায় ও জুলুমের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সারাদেশে শত শত নেতা-কর্মী শাহাদাত বরণ করেন, অসংখ্য নেতা-কর্মী আহত ও পঙ্গুত্ববরণ করেন। এই অগণতান্ত্রিক ও অসহিষ্ণু তাঁবেদার সরকারের মিথ্যা অপবাদ ও জুলুমের শিকার হয়ে ৯২ বছর বয়সে ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম ও ৮৭ বছর বয়সে প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ জীবনের শেষ বেলায় পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের খেদমত হতে বঞ্চিত থেকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে ইন্তেকাল করেন। প্রশ্ন হলো দেশপ্রেমিক, ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী, বিশ্ববরেণ্য ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও সর্বস্তরের নেতা-কর্মী এবং তৌহিদী জনতাকে যারা, অন্যায়ভাবে হত্যা করলো, তাদের পরিণতি কি হবে?

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র আল-কুরআনে ঘোষণা দেন, "আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গজব ও তাঁর লানত এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"(নিসা- ৯৩) "এ কারণেই বনি ইসরাইলের জন্য আমি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম, নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো। কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, রসূলগণ একের পর এক সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে তাদের কাছে এলো, তারপরও তাদের বিপুল সংখ্যক লোক পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই থেকে গেলো।" (মায়েদাহ- ৩২) "সুতরাং হত্যাকারীদের পরিণতিও সুস্পষ্ট। তাদের আজকের এই বেপরোয়া আচরণের জন্য ইহকালে ইতিহাসের কাঠগড়ায় অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। আর অপরাধীদের পরকালের শাস্তি তো আল্লাহর কাছে নির্ধারিত আছেই। শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে অন্যায়ভাবে হত্যার সাথে জড়িতদের নিজেদের বাড়াবাড়ি ও ভুলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে সত্য পথে ফিরে আসার আহবান জানাই। ইহকাল ও পরকালে মুক্তি পেতে হলে এর বিকল্প নেই।

সম্মানিত দেশবাসী, এ কথা আজ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, ষড়যন্ত্রকারীদের টার্গেট শুধুমাত্র মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও জামায়াত নেতৃবৃন্দই নন। তাদের টার্গেট হলো সমগ্র বাংলাদেশ ও তার জনগণ। বাংলাদেশের জনগণের যাদের মধ্যেই ইসলামী চেতনা ও দেশপ্রেম রয়েছে, যারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথানত করতে জানে না এবং যাদের মধ্যে সততা, দক্ষতা ও যোগ্যতা রয়েছে এবং তারা এগুলোকে দেশ ও জনগণের স্বার্থের পক্ষে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে উঁচু করতে চান, সেসব সম্মানিত নাগরিকদের জীবনও আজ তাদের টার্গেটের বাইরে নয়। তাদের হাতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে আলেম-ওলামা, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী,

সাংবাদিক, সুশীলসমাজের প্রতিনিধিসহ কারো জীবন ও ইজ্জত নিরাপদ নয়। সুতরাং সময়ের দাবি হলো, সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের মানুষের ঈমানের হেফাজত, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং বিপর্যস্ত দেশের জনগণকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে জুলুমবাজদের সকল অন্যায়, অগণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার পরিপন্থী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সমস্বরে প্রতিবাদ জানানো ও ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

প্রিয় দেশবাসী, এ কঠিন সময়ে আমাদের চলার পথে আপনাদের দোয়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। আগামীর পথেও আপনাদের অব্যাহত দোয়া ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রত্যাশা করি। আল্লাহর দ্বীন, দেশ ও জনগণের স্বার্থের পক্ষে আমরা আপোষহীন ছিলাম, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমান ও মানবতার প্রয়োজনে আমাদের এই প্রয়াসকে কবুল করুন, আমাদের জন্য তাঁর সাহায্য অব্যাহত রাখুন এবং প্রিয় দেশ ও দেশের জনগণকে তাঁর একান্ত মেহেরবাণী দিয়ে হেফাজত করুন।

আমীন।